দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

বিদেশী কলেজে ভর্তি ঃ কিছু লোক টু পাইস কামিয়ে নিচ্ছে

সুনীল ব্যানার্জি ঃ বিদেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেয়ার নামে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান টু পাইস কামিয়ে নিচ্ছে। এর সঙ্গে কয়েকটি বিদেশী দূতাবাসের কিছু লোক জড়িত রয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গেছেঃ সদ্য গজিয়ে ওঠা ঢাকা ভিত্তিক সাইন বোর্ড সর্বস্ব কয়েকটি প্রতিষ্ঠান 'বিদেশে পড়াশুনার বিশেষ সুযোগ' এই শিরোনামে বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট করছে। আর্কষণীয় এই বিজ্ঞাপন পড়ে বিদেশে পড়ার আশায় অসংখ্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভিড় জমাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠান বিদেশে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির করে দেয়ার নামে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ১২ থেকে ৫০ হাজার টাকা নিচ্ছে। কোন কোন দেশে ভর্তির নামে এরচেয়ে বেশীও নেয়া হচ্ছে।

জানা গেছে, এসব প্রতিষ্ঠান সাধারণত ভারত ও রাশিয়ার কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্যাড সিল এনে তাতে ভর্তিইচ্ছুক প্রার্থীর নাম এবং ভর্তিইচ্ছুক বিষয় লিখে ভর্তির অনুমোদনপত্র দিচ্ছে। এই অনুমোদনপত্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করছে।' নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিয়ে প্রার্থীরা সংশ্লিষ্ট কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে তাদের সংশ্লিষ্ট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিইচ্ছুক বিষয় অনুযায়ী এক থেকে পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার চাঁদা দিতে হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা, থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য খরচ এর বাইরে। এছাড়া বেশ কয়েকজন ছাত্র বাংলাদেশ থেকে উক্ত ভর্তির অনুমোদনপত্র পেয়েও সংশ্লিষ্ট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেননি এমন অভিযোগও রয়েছে।

জানা গেছে, বাংলাদেশের উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ভারত ও রাশিয়াসহ কয়েকটি দেশের কয়েকটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটামুটি একটা বোঝাপরা আছে। এই বোঝাপরার ভিত্তিতে তারা এখান থেকে শিক্ষার্থী সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ ধরনের বিদেশগামী বেশ কয়েকজন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ হলো। বগুড়ার ছেলে রিয়াদ আল মামুন রাজধানীর গ্রীন রোডস্থ একটি প্রতিষ্ঠানে ১২ হাজার টাকা দিয়ে ভারতের বাঙলোরের একটি কলেজে কম্পিউটারে সাইন্স পড়ার জন্য ভর্তির অনুমোদন সংগ্রহ করেছে। সে জানায়, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পেয়েও এখানে মেডিক্যাল বুয়েট ও কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেনি। তাই সে ভর্তির অনুমোদনপত্র সংগ্রহ করে উক্ত কলেজে যাচ্ছে। উক্ত কলেজে ভর্তি হবার জন্য তাকে এক হাজার মার্কিন ডলার চাঁদা দিতে হবে। এছাড়া ভর্তি, থাকা খরচ ও পড়াশুনাবাবদ বছরে দেড় থেকে প্রায় দু'লাখ টাকা (বাংলাদেশী টাকা) খরচ হবে। এখানে আলাপ হলো মনোহরদীর কাঞ্চন ঘোষাল, মহিউদ্দীন ও তপনের সঙ্গে। এরা তিন বন্ধুই এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পেয়েছে। তারা রাশিয়ার

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বিদেশী কলেজে ভর্তি ঃ কিছু লোক টু পাইস কামিয়ে নিচ্ছে

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য একজনকে প্রত্যেকে ২০ হাজার টাকা দিয়ে ভর্তির অনুমোদনপত্র সংগ্রহ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিদেশে গমনেচ্ছুকদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপের সময় বোঝা গেল কয়েকটি নাম সর্বত্র প্রতিষ্ঠান ছাড়াও কয়েকটি দূতাবাসের কিছু লোক বিদেশে ভর্তি করে দেয়ার নামে মোটা অঙ্কের টাকা কামাচ্ছে। ভারত, চীন, রাশিয়া মিসরসহ বেশ কয়েকটি দূতাবাস থেকে এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা উক্ত অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, তারাও এ ধরনের অসংখ্য অভিযোগ পেয়েছেন। বিষয়টা নিয়ে তদন্ত হচ্ছে। একটি সাইন বোর্ড সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান বিদেশে একটি কলেজে ভর্তির নামে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা কামাচ্ছে, এধরনের সুস্পষ্ট প্রমাণ মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার হস্তগত হয়েছে। উক্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয়ের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি বিদেশে পাঠানোর নামে এই টাকা নিয়েছে। এটা নিয়ে উচ্চপর্যায়ে তদন্ত চলছে। উক্ত কর্মকর্তা আরো জানানঃ ভারত ও রাশিয়াতে ভর্তি হতে গেলে মন্ত্রণালয় থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয়। সেজন্য এই দু'টি দেশে ভর্তি ইচ্ছুকদের ভিড় হচ্ছে। এ বছরের এই ভিড় অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী।